সুস্বাস্থ্য

১ এপ্রিল ২০০৯

নাক কাটলেও রাজার এখন ভয় নেই

চোট-আঘাতের জন্য যেমন নাক বসে যেতে পারে বা বেঁকে যেতে পারে তেমনই কারোর কারোর আবার জন্ম থেকেই নাক বসা বা খ্যাঁদা, চওড়া টিপ বা ডগা, চওড়া নাক ও মোটা নাক মুখের সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। মুখের আকৃতির সাথে নাকের মাপ ও গঠন মানান সই করার জন্য এখন হামেশাই চলছে নানান অপারেশন। নাকের এই সমস্ত অপারেশনকে রাইনোপ্লাস্টি বলা হয়।

আমরা প্রথমে আঘাত জনিত পরিবর্তনের আলোচনা করব। আঘাতের কারণে সাধারণত নাকের হাড় ভেঙে যেতে পারে বা সেপ্টাম বা দু'টো নাকের গহ্বরের মাঝের বিভাজিকা ভেঙে বা বেঁকে যেতে পারে। বাইরের অংশে উপরিভাগ বেঁকে যেতে পারে বা আঘাতের জন্য বসে যেতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথম দুই বা তিনদিনের মধ্যে অপারেশন করা উচিত। না সম্ভব হলে নাকের ফোলা ও ইনফেকশন অ্যান্টিবায়োটিকে কমে গেলে মাস তিনেক বাদে করা উচিত। প্রথম দিকে করলে সময় কম লাগে ও খরচের পরিমাণও কম হয়।

ভাঙা হাড় ও সেপ্টাম সহজেই সোজা করা যায় ও এর জন্য লোকাল অ্যানাস্থেসিয়াতেই কাজ হয়ে যায়। রোগীকে হাসপাতাল থেকে সেইদিনই বা পরের দিন ছুটি দেওয়া হয়। নাকের ওপরে প্লাস্টার পাঁচ থেকে সাতদিন করা থাকে। ফোলা কমতেও পাঁচ থেকে সাতদিন সময় লাগে।

আমরা এবারে রাইনোপ্লাস্টি নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ মুখের গ্রোথ সম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ চোদ্দ বা পনেরো বছর বয়সের পরেই এই অপারেশন করা হয়।

বোঁচা নাক বা বসা নাক উঁচু করবার জন্য নাকের ওপর অর্থাৎ চামড়ার নীচে কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি বসানো হয় বা সিলিকন ইমপ্লান্ট বসানো যায়। এই তরুণাস্থি নাকের সেপ্টাম থেকে, কানের পিছন থেকে বা বুকের পাঁজর থেকে প্রয়োজন অনুসারে নেওয়া হয়। নাকের ভিতর দিকে বা নীচের অংশ একটু কেটে ঢোকানো হয়। বাইরে কোনও দাগ দেখা যায় না। রোগী সেইদিন বা পরের দিন বাড়ি যেতে পারেন। নাকের ওপরদিক বেশি বসা হলে নাকের হাড় ফ্র্যাকচার বা ওস্টিওটোমি করতে হয়। এর ফলে নাকের উচ্চতা বাড়ে ও তার ওপরে কার্টিলেজ বসানো হয়।

চওড়া নাকের ডগা সরু বা শার্প করতে টিপ প্লাস্টি করা হয়। নাকের ভিতরের অংশ কেটে করা হয় বলে বাইরে কোনও দাগ দেখা যায় না। এখানে টিপ-এ যে কার্টিলেজ থাকে তা প্রয়োজন মতো ছোট-বড় হয় বা জুড়ে দেওয়া হয়।

চওড়া নাকের জন্য নাকের ভিতর বা বাইরের অংশ থেকে চামড়া কিছুটা বাদ দেওয়া যেতে পারে বা কার্টিলেজ সার্জারির মাধ্যমে করা যেতে পারে। সমস্ত অপারেশন একসাথে বা কম্বিনেশনে করা হয় প্রয়োজন অনুসারে। রোগীকে এক থেকে দু'দিন থাকতে হতে পারে।

অপারেশনের পর অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যথার ওষুধ পাঁচ থেকে সাতদিন খেতে হয়। বাইরের আঘাতের জন্য পাঁচ থেকে সাতদিন প্লাস্টার বা বিশেষ স্প্লিন্ট ব্যবহার করা হয়।

যাদের নাকের চামড়া অতিরিক্ত মোটা, রাইনোপ্লাস্টির সময় কিছুটা পাতলা করা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত পাতলা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ❑

ডাঃ অরিন্দম সরকার
(প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ,
এস.এস.কে.এম হাসপাতাল)
মোবাইল : ৯৮৩১১৮৭৫৫৭